গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১, কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা
www.dncrp.gov.bd

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৪২৬
ই-মেইল: dg@dncrp.gov.bd

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ৩১ (৮৩)

তারিখ: ০১জানুয়ারী ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় সহকর্মী,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা বিরোধী কাজ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সরকার ২০০৯ সালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করে এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করে "জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর"। এমনই একটি জনগুরুত্বসম্পন্ন অধিদপ্তরে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখে মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। সৌভাগ্যবান মনে করছি এ কারণে যে, ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোক্তার অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ তৈরী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

২। যেদিন এ অধিদপ্তরে মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছি সেদিন থেকেই নিজেকে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ভাবতে শুরু করি। আমি জানি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও আপনারা দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে তথা ভোক্তা-অধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যা সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের (দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) নি:শর্ত ও নি:স্বার্থ কাজের কারণে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বছরেও আপনার/ আপনাদের কাজের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

৩। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নিয়মিতভাবে বাজার অভিযান পরিচালনাসহ প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ভোক্তা-ব্যবসায়ীবৃন্দের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভানুষ্ঠান করছে। বিষয়টি আপনার নিশ্চয়ই গোচরে আছে যে, পবিত্র রমজান মাস সমাগত প্রায়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের একজন কর্মী হিসেবে এখন থেকেই আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে করে কোন ভাবেই ভোক্তা স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। আপনি আরো অবগত আছেন যে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে বছর-ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ কেন্দ্রীয়/ স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৃহীতব্য কর্মসূচি বাস্তবায়নেও আপনার তৎপরতা দৃশ্যমান থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪। আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। উন্নয়নের চলমান এ ধারা অব্যাহত রাখা তথা বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন সুখী- সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়বার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সাধ্যমত অর্পিত দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রজাতন্ত্রের সেবক হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে পারার মধ্যে যে আনন্দ তা অন্য কোনভাবে পাওয়া যায় বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি না। মহান সৃষ্টিকর্তা সে সুযোগ

আমাকে/ আপনাকে দিয়েছেন। সুতরাং বাস্তবতা সাদরে গ্রহণ করে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আমরা সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন করবো- এটাই হোক নতুন বছরে আমাদের অঙ্গীকার।

নতুন বছর বয়ে আনুক আপনার, আপনার পরিবার এবং অন্যান্য সহকর্মীদের জীবনে অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি – এ শুভ কামনা রইল।

আপনার বিশ্বস্ত,

শুভেচ্ছান্তে,

০১.০১.২০২০
(বাবলু কুমার সাহা)

অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা (সকল)
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।